

মডাবেটরের নোটঃ দিগন্ত বড়ুয়ার এই লেখাটিতে অত্যাচারিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যথাতুর জীবন-নাট্যটি খুবই জীবন্ত। বোঝা যায়, অত্যাচারিত হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের হাতে যখন কলম উঠে আসে তার ভাষা অনেক সময়ই পরিমিত ‘সদালাপে’ ব্যাপ্ত থাকে না। একটি সম্প্রদায়ের প্রতি তার উদ্বেগ এ লেখাটিতে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে। দিগন্ত বাবুর লেখাটির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমরা হয়ত তার প্রতিটি কথার সাথে একমত নই। মুসলিমদের সবাই অত্যাচারী নয়, তাদের সবাই চোর বাটপারও নয়। আর মুক্তমনা কখনই মুসলিম জনগণের বিপক্ষে নয়। তাই ইসলামের কটুর সমালোচক হয়েও বহু মুক্তমনাই গুজরাট-কাশ্মীর-প্যালেস্টাইন ইস্যুতে নির্যাতিত মুসলিমদের পাশে এসে দাড়াতে কোন অনীহা বোধ করেন না। যা হোক, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতিতের কাহিনী এখন আর কোন রূপকথা নয়, রুট বাস্তবতা। ইসলামী মৌলবাদের ব্যাপারটি এখন তাই আর ছোট করে দেখবার জো নেই। এ লেখার সব বক্তব্যের সাথে সবাই একমত না হলেও দিগন্তবাবুর লেখা হয়ত পাঠকদের কিছুটা হলেও চিন্তার খোরাক যোগাবে। তাঁর লেখাটি কিছুটা পরিমার্জিত আর সংশোধিত ভাবে এখানে প্রকাশ করা হল।

=====

হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

(৪র্থ পর্ব)

দিগন্ত বড়ুয়া

৩য় পর্বের পর হতে

হিসাব মিলেনা, উত্তর পাইনা ৩য় পর্ব ছাপা হবার পরে আজ পর্যন্ত আমি কয়েক ডজন ইমেইল পাই। বিভিন্ন ভাবে আমাকে , বাংলাদেশের সংখ্যালঘুকে ও পাশাপাশি ভারতকে গালাগালি করে লেখাই ছিল বেশীর ভাগ মেইল গুলো। কিছু কিছু মেইল পাই ধন্যবাদ সূচক। আবার কেউ কেউ পরামর্শ ও দিয়েছেন। সবাইকে ধন্যবাদ। যাক , তা হলে আমার আজকের লেখা শুরু করি।

“অত্যাচারি চিরকালেই ভীর্ণ” - কথাটা যে কত সত্য তার প্রমাণ আমি এবার দিতে পারবো হয়তো। আমার কোন লেখার জন্য আমি এতো বেশী মেইল পাইনি। হিসাব মিলেনা... র জন্য আমি ৬৯টি ই মেইল পাই। তার থেকে কিছু বাছাই করা মেইল যদি আমি ভিন্নমতে পাঠাই হয়তো ভিন্নমত ছাপবে, হয়তো ছাপবে না। কিন্তু প্রাইভেসিকে শ্রদ্ধা করতে গেলে ভিন্নমতে পাঠিয়ে ছাপাবার কথা আসে না। বিষয়টা এখনো আমি মনেই রাখলাম। প্রয়োজন হলে হয়তো ছাপাতেও হতে পারে। আমার জানা মতে ভিন্নমত যে কোন লেখাই ছাপো। এ

ভাবে আমাগে গালাগালি নাকরে সাহস করে ভিন্নমতে পাঠিয়ে দেখুন না ! কিন্তু সাহসে কি কুলোবে ? অত্যাচারি কি কিছু সৎ ভাবে বলার সাহস রাখে ? আমার অন্তত তা মনে হয় না । তবুও বলছি , এছালামী জোশ ওয়ালারা আমাকে কাবু করতে পারবে না । আমি লেখা ধরেছি । লিখবো । আমি বুঝতে পারছি জোশ ওয়ালাদেরকে যে আমি নেংটো করে ফেলছি।

সংখ্যালঘু পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীর দুঃখ কেউ না দেখে থাকলে তাকে বলে বুঝানো যাবে না । উপলব্ধিতে বুঝার কথাও নয়। যাই হোক, মাত্র কয় দিন আগে একটা অনলাইন বাংলা কাগজে দেখলাম বাংলাদেশের ইতিহাসে একমাত্র খালেদা জিয়াই নাকি প্রথম লংমার্চ করেছে, বিরাট এক দাবী নিয়ে । কাগজটি বহুল পরিচিত এক জলপাত্র। যে পাত্রে নেয় সেই পাত্রের রং ধারণ করে । গত পনেরো বছরের বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রেক্ষাপটে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অন্তত তাই দেখেছি। এই বারে খালেদা নতুন ক্ষমতায় আসার পরে তো নেংটো হয়ে অনেক দালালী করেছে সেই কাগজ। আজ থেকে প্রায় বছর খানেক আগেও(এমনকি এখনো) সেই কাগজে খুব সুক্ষ ভাবে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে লেখা প্রায়ই চোখে পড়েছে । কেউ হয়তো ভুল করে কোন এক ধূজাধারী কাগজ গুলোকে মনে করে থাকবেন। সেগুলো তো এখনো প্রতিদিন করে যাচ্ছেই, আসলে সেটার পরেও আরো একটা কাগজ আছে, আমি যেটার কথা বলছি। চোখ বুলালে পেয়ে যাবেন। অথচ সেই সময় ধরে এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের অন্যান্য মুক্ত চিন্তার কাগজ গুলো প্রতিদিন সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর ছাপছে। কোন ঘটনা না ঘটলে সাংবাদিকরা কি বানিয়ে এই খবর গুলো ছাপায় ? কথার ফাঁকে অনেক কথা এসে যায়। কিন্তু বিস্তারিত আজকে বলবো না । একটি কথাই বলবো আজকে। পাকিস্তান আমলে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে একদল বাটপার রাজাকার তো দালালী করেছে, তার পরেও মুক্তিসংগ্রামের সময় একদল (সবাই নয়) কুলি চামাড়া মেথর ছুতর জাতের কিছু মুসলিম ডাকাতি করে কিছু পয়সা জমিয়ে তাদের আগামী প্রজন্মকে দুই চার কলম লেখা পড়া শিখিয়ে জাতে উঠার চেষ্টা করেছে, ও করছে। আর সেই রাজাকার চোর বাটপার চামার মেথর শ্রেনীর মুসলিমদের ছেলেমেয়েরাই আজকের বাংলাদেশের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছে। মূলত শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় আজকে এদের দ্বারা দ্বারা অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, একসময়ের ঝানু কলম বাজ কিছু বুদ্ধিবৃত্তিয় শ্রেনীর মানুষের লেখায়ও কেন জানি রাজাকার রাজাকার ভাব। বুঝতে পারিনা, মুসলিম সম্প্রদায়ের এটা আসল চরিত্র কিনা।

হুঁয়ে দেখা গল্প :

আমার খুব পরিচিত এক সচিব। কখনো দেখা হলে বা উনার বাসায় গেলে কথার ফাঁকে একটি কথা বলতেন। জানো বড়ুয়া “রক্ত কথা কয়” কথাটা বললে আমি বলতাম এটা আর নতুন কি ? উনি আমাকে বলতেন, একদিন বুঝবে কেন বলতাম। উনার সাথে আমার শেষ বারের মতো দেখা হয় আজ থেকে আড়াই বছর আগে বিদেশের কোন এক এয়ারপোর্টে । দেখা হবার সাথে সাথে আমাকে সেই দিন আবারো বললো কথাটা। আমি হাসি দিয়ে বলেছিলাম রাখেন আপনার নীতি কথা, আগে বলুন কেমন আছেন ? উনি আমার কোন কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিলেন, এতদিন আমি যে কথা তোমাকে বলে আসছি তার প্রমাণ পেতে শুরু করবে খুব শিঘ্রই, যদি আমার অনুমান সত্য হয় । আমি বলেছিলাম দেখা যাক। এবারে বি এন পি ক্ষমতায় আসার এক মাস আগে ও ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরে আমাকে উনি কেন জানি তিন বার ফ্যাক্স করেছিলেন, ফ্যাক্সে শুধু বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকতো এ

একি কথা “রক্ত কথা কয়”, আর শেষ বারের ফ্যাঞ্জে ঐ “রক্ত কথা কয়” লেখা ছাড়াও আমাকে ফোন করতে বলেছিলেন। ফোন করেছিলাম। সমসাময়িক কথা বলেছিলাম তখন। শিয়াল কুকুরের উপদ্রবের কথা বলেছিলেন, দিয়েছিলেন কেন রক্ত কথা কয় তার বিশ্লেষণ। কথা শেষে বলেছিলেন বিদেশে তোমরা মদ বিয়ার এটা সেটা খাও। এদিক সে দিক ঘুরো ফেরো। অনেক অল্প প্রয়োজনে প্রচুর টাকা পয়সা নষ্ট করো। তোমরা কি পারো না সেখান থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে নিজেদের কমিউনিটিকে কিছু অস্ত্র কিনে দিতে? আক্রমণ আসলে পালটা আক্রমণ করতে কি তোমরা পারো না? রাতের আঁধারে শিয়াল কুকুর চোর বাটপার মেরে ফেলতে পারো না? যে ভাবে চোর বাটপার চামার ছুতোর দেশটাকে গ্রাস করে ফেললো তার থেকে দেশটাকে মুক্ত করার কি কোন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন নাই? আমি নিশ্চুপ ছিলাম। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সদস্য হয়েও আমার সেই পরিচিত সচিব কাকু ও দেশছেড়ে স্বপরিবারে প্রায় পালাচ্ছেন।

বাস্লামটি রাজবন বিহারের কিছুটা পাশের দুটি ঠিলা। প্রকৃত মালিক নিলমনি চাকমা ও জিনবোধি চাকমা। মাঝখানে সামান্য হ্রদের মাথা। হ্রদের অপর পাশে নতুন দেওয়ানদের বাড়ি। চোখের সামনে কি করে এই কয়টি পরিবার উচ্ছেদ হলো তার বিবরণ দেবো আজকে।

নিলমনি ও জিনবোধি চাকমাদের বাপদাদার দুই ঠিলায় তারা বসবাস করতো শত শত বছর ধরে। '৮০ সালের অনেক আগে জিয়া পাহাড়ি জনগনকে ধ্বংসের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেফেলো। তাদের ঠিলার কিছু দুরে একটা সামরিক ছাউনি হয়। একদিন সকালে নিলমনি হঠাৎ দেখে তাদের ঠিলার শেষ ভাগে কিছু লোক জন জঙ্গল পরিষ্কার করছে। গিয়ে দেখে আর্মির লোকজন। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পায়, এটা সরকারের যায়গা। কয়েকদিনের মধ্যে ৩টি বাঙ্গালী পরিবার বসতি শুরু করে। মাস খানেকের মধ্যে নিলমনিদের কে নোটিশ দেয়া হয় ঠিলা ছেড়ে চলে যাবার জন্য। অনেক কোর্টকাচারি করেও কোন ফল পায়নি নিলমনি ও জিনবোধি। বছর খানেকের মধ্যে এই ঠিলায় কম করে ৪০টি বাঙ্গালী মুসলিম পরিবার ঠাই করে নেয়। এই বাঙ্গালী পরিবার গুলো নিলমনিদেরকে রাতে ঠিক মতো ঘুমাতে দিত না, বাড়িতে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে হেন কাজ বাকি রাখেনি। শেষ পর্যন্ত এই দুটি পরিবারকে একদিন তাদের চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাঠি থেকে তুলে দেয়। কেউ কি বলবেন কি অপরাধ ছিল এই দুই ভাইয়ের?

অপরদিকে নতুন দেওয়ানরাও অনেকটা সেই ভাবে উচ্ছেদ হয়। নতুন দেওয়ানরা ৩ ভাই। নতুন রতন আর পিতন দেওয়ান। চাকমা সম্প্রদায়ের লোক। আদি শিক্ষিত পরিবার। তাদের অনেক ছেলে মেয়ে। বিশাল সম্পত্তি। একদিন হঠাৎ নোটিশ পায়, আর্মির অফিসার তাদের বাড়ি বেড়াতে যাবে। গিয়ে নতুন বাবুদের বলে আসে তোমাদের কিছু যায়গা সরকার অধি গ্রহন করবে। জানতে চাইলে বলাহয় সরকার জানে। কোন কাগজ পত্র ছাড়া কোন রকম সরকারি নিয়ম নীতি ছাড়া মাস খানেকের মধ্যে তাদের চৌদ্দ পুরুষের যায়গায় বাঙ্গালী মুসলিমের কিছু পরিবারের আস্তানা গেড়ে দেয়। নতুন দেওয়ানরা যেহেতু মানুষ বেশী তাই তাদের অনেক গুলো ঘর ছিল। এই বসতি গুলো সেই ঘরের বেশ কাছাকাছিই গড়ে উঠে। এই বাঙ্গালী মুসলিম গুলো এক সময় একটা ছোট্ট শনের ছাইনি দিয়ে ঘর তৈরী করে মসজিদ বানায়। এই মসজিদে দিনে ১৫ থেকে ৩০ বার আজান দিত সেই বাঙ্গালী মুসলিম গুলো। উদ্দেশ্য নতুন দেওয়ানের পরিবারকে বিরক্ত করা। এক বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন নতুন দেওয়ানের পরিবারের সকল সদস্য বৌদ্ধ মন্দিরে যায়। বাড়িতে রেখে যায় মাত্র কয়েক জন দাড়াওয়ান। এই ফাঁকে নতুন দেওয়ানদের কাঠের তৈরী উন্নতমানের বাড়িঘর গুলো তাদেরই যায়গায় পুনর্বাসিত বাঙ্গালী মুসলিমরা আগুন লাগিয়ে পুরে দেয়। সেই দিন রাতে আর্মির লোক জন এসে নতুন দেওয়ান কে ধরে নিয়ে যায়।

আর্মিরা নতুন দেওয়ানের উপর দোষারোপ করে এই ভাবে যে , নতুন দেওয়ান বাঙ্গালী মুসলিমদের ঘারে দোষ চাপানোর জন্য বাড়িতে আগুন দেয় নিজে নিজে । অনেক দেন দরবার । বিচার আচার হয়। কোন সমাধান না পেয়ে নতুন দেওয়ানরা যায়গা বিক্রি করতে চায় অন্যত্র চলে যাবার জন্য । কিন্তু সেই খবর শুনে কোর্ট থেকে নোটিশ পায় যে, সেই যায়গা সরকারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। (খাস না)। এই ভাবে একটি উচ্চ শিক্ষিত পরিবার উচ্ছেদ হয় মাত্র ২ বছরের মাথায়। এই রকম হাজার হাজার , লক্ষ পরিবার উচ্ছেদ হয় কোন কারন ছাড়া । আর উচ্ছেদ কারি বাংলাদেশ সরকার ও মুসলিম জনগন।

এই বারও আমি একবার প্রশ্ন করবো বাংলাদেশের কোন মুসলিমকে, আপনাদের ধর্মে কি লেখা আছে কোন মানুষকে গৃহহীন করতে ? আপনারা বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মুসলিমদেরকে কানে ধরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখবেন না। কারন আপনারা জন্মগত ভাবে অত্যাচারি । অত্যাচার করার জন্যই বোধহয় আপনাদের জন্ম ।

একটা বিদেশের ঘটনার কথা বলি। ৯২ বা ৯৩ সালের দিকের কথা । থাইল্যান্ডের মালয়েশিয়া বর্ডারের কাছাকাছি হার্জাই এলাকার কথা। এই এলাকায় বেশ কিছু থাই মুসলিমের বাস । এমন এক পরিবার আস্তানা গাড়ে এক থাই বৌদ্ধ পরিবারের নিজস্ব যায়গায়। বৌদ্ধ পরিবারটি সেই মুসলিম পরিবারকে দয়া করে তাদের যায়গায় আশ্রয় দেয়। বৌদ্ধ পরিবারটি ব্যাংককে থাকতো। তাই যায়গাজমি অনেকটা সেই মুসলিম পরিবারটিই দেখা শোনা করতো। বেশ কয়বছর থাকার পরে একদিন সেই মুসলিম পরিবার বৌদ্ধ পরিবারের বিশাল সম্পত্তি যে কোন কৌশলে এলাকার অন্য মুসলিমের কাছে বিক্রি করে দিয়ে মালয়েশিয়ায় পালিয়ে যায়। এদিকে বৌদ্ধ পরিবার খরব পেয়ে এলাকায় গিয়ে দেখে মুসলিমরা তাদের এলাকায় পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না । ঘটনাটি অনেকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ নেয়। এমন সময় এই ঘটনা থাই গোয়েন্দা সংস্থার হাতে গেলে, তারা আরো প্রায় কিছু মাস লাগিয়ে এই মুসলিম পরিবারকে মালয়েশিয়া থেকে ধরে নিয়ে আসে। কিছু টাকা তারা আত্মসাত করে, বৌদ্ধ পরিবার যায়গা ফিরে পায়। মামলা চলাকালীন থাই সরকার নিজস্ব ভূমি থেকে সেই মুসলিম পরিবারকে পুনর্বাসন করে ।

এই হলো মানবতার কথা। আপনাদের প্রতিবেশী দেশের কথা। দেখে শুনে নাই কিছু শিখুন । আপনারা কি পারবেন ? পেরেছেন তেমন কিছু করতে ? পারবেন কি আদৌ? অবশ্য অত্যাচারীর দল মানবতার কি বুঝবে ?

ধর্মীয় ভাবে তো মুসলিম ধর্ম, মুসলিম সমাজ যে জঘন্য দুঃগন্ধ যুক্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনি । রাষ্ট্রীয় ভাবে ও যে কত জঘন্য অত্যাচারী তার ও একটা বিবরণ দেয়া দরকার। এই পর্বে আমার ইচ্ছা ছিল শুধু পার্বত্যবাসীদেরকে নিয়ে লেখার । “ শুনলে আমার হাসি পায়, মুসলিমরা নাকি শান্তি চায়” অথবা “ ইসলাম নাকি শান্তির ধর্ম, মানুষ মারাই যাদের মূল মন্ত্র” - এমন কোন এছালামির বংশধর থাকলে আমার নিম্নের লেখার উত্তর দেবেন আশাকরি । এই তথ্যের সবটাই বিভিন্ন কাগজে ছেপেছিল, কিছুকিছু বিদেশী কাগজ ও ছেপেছিল, এবং কিছুকিছু এলাকা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি ঘটনা ঘটান পরে।

আজ থেকে প্রায় ২৫/২৬ বছরের পুরনো ঘটনা। কি '৭৬ সাল নাকি ৭৭ সাল ঠিক মনে করতে পারছি না। তবুও বলি ৭৬ সাল হলে , সালের শেষের দিকের ঘটনা আর ৭৭ সাল হলে তার প্রথম দিকের ঘটনা। পার্বত্য খাগড়াছড়িতে মুসলিম বসতি স্থাপনের

জন্য জিয়া তোরজোর চালানোর সময় আর্মির উপজাতিদের ভূমি দখল শুরু করেছে। এমন সময় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, লক্ষীছড়ি, মানিকছড়ি এলাকার কিছু পার্বত্য মানুষ বাধা দেয়। বাধাদানের ফল হিসেবে প্রথম ক্যাপ্টেন মনির নামক এক সৈনিক আরতি ত্রিপুরা নামক এক ৪৪ বছর বয়স্কা মহিলাকে জোর করে ধরে রাস্তার পাশে ঝোপে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। ধর্ষিতা অবস্থায় মহিলা বলেছিলেন তোর মতো আমার ছেলে আছে ছোট ভাই আছে। তোরা কি মানুষ নাকি বন্য যন্তু ? এর পরে এলাকার মানুষ জেনে গেলে পাহাড়ীরা প্রতিবাদ করতে চাইলে উল্লেখিত এলাকায় সেটেলার বাঙ্গালি ও সৈনিকেরা মিলে ১৪৩ জন পার্বত্যবাসী কে হত্যা করে। তাদের মধ্যে অনেক মহিলা মৃত্যুর আগে ধর্ষিত হয়। তাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়, অথচ কোন সূত্র থেকে কোন এক কাগজ লিখেছিল মাত্র ৭৩ জন মানুষকে হত্যা করা হয় , তাদের মধ্যে ৫০ জন পুরুষ ও ২৩ জন মহিলা দেখানো হয়। তার পর আমরা কয় বন্ধু মিলে কিছুদিন পরে দেখতে যাই ঘটনাস্থল। যারা এই যন্তুর দ্বারা আক্রান্ত তারা ই তাদের মুখে বলেছিল পুরো ঘটনা। এই ঘটনার পরে পাহাড়ীরা সামান্য দমে গেলেও তিন পার্বত্য জেলায় তার প্রতিবাদ চলতে থাকে , তার ফলশ্রুতিতে ৭৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর রাঙ্গামাটির বিভিন্ন এলাকায় অতর্কিত হামলা চালিয়ে শতশত পাহাড়ীকে বিনা বিচারে আটক করে রাখে বছরের পর বছর ।

ঘটনা ৭৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। কুঁকিছড়া গ্রামের নাথু চন্দ্র চাকমার মেয়ে পাহাড় থেকে কাজ করে ফিরছে। বাড়ী ফেরার পথে নব্য গজিয়ে ওঠা মুসলিম পাড়ার পাশ দিয়ে আসার সময় একহাত লম্বা দাঁড়ি ওয়ালা এক যন্তু (মুসলিম) তার অন্তরাবাস ধরে টান দেয়। মেয়েটি নিজেকে বাঁচাতে তাকে তার হাতের তাগল (পাহাড়ীরা গাছ বাঁশ কাটার দা কে তাগল বলে) দিয়ে ভয় দেখালে সেই পাড়ার লোকজন আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে জানায় তাদেরকে কাটতে এসেছিল চাকমারা । আর যায় কোথায় ! নাথুর বাড়ীর দুই পাশের শান্তি লাল চাকমা ও শুক্রমনি চাকমার বাড়ীতে আশ্রয় লাগিয়ে দেয়, আর নাথু চন্দ্র পরিবারের ১২ জনকে দিনের আলায়ে হত্যা করে বাংলাদেশের সৈনিক ও মুসলিমরা।

৭৮ সালের জুন জুলাইতে শুরু হয়ে ৭৯ সালের শেষ দিক পর্যন্ত উত্তর রুমা সেনাবাহিনী ক্যাম্পের পাশের ১৫০ নং দুমদুম্যা মৌজার প্রায় ৬০ টি গ্রামের মধ্যে হামলা চালায়। তার ২৮টি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলে। এই ধ্বংস যজ্ঞে অংশ নেয় সেটেলার মুসলিম ও বাংলাদেশ আর্মি।

এর নামই মুসলিম । এর নামই ইসলাম । এর নামই শান্তি । পৃথিবীর এমন কোন ধর্ম নাই যে যার কোন পরিধি নাই। সব ধর্মের একটা সিমানা আছে। কিন্তু বিজ্ঞান নামক এই আধুনিক বিষয়ের কোন সিমানা নাই। মানুষ যত আধুনিক হবে তত বেশী সৎ অসৎ কর্ম বেশী বুঝবে । ৭০০ কোটি মানুষের বাসের পৃথিবীতে মাত্র ১০০ কোটি মুসলিমের সময় বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে, এবার তৈরী হতে হবে কি ধ্বংস হবে নাকি বেঁচে থাকবে। সির্ধান্ত তাদের হাতে। মানুষ অত্যাচারিত হতে হতে দেয়ালে পিঠ ঠেকলে কি হয় বলা মুসকিল । এইকথা অন্তত চোখ কান খোলা মানুষের কাছে আজকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে।

মাঝে মাঝে কিছু লেখা দেখা যায় নেটের বিভিন্ন কাগজে। তারা মনে করে আমরা মুসলিম বা ইসলামকে গালাগালি করি। না। আমরা গালাগালি করি না। আমরা বলতে চাই আপনাদের এই মানুষ মারার সংবিধান সংশোধন করুন। যে ধর্মে কোন মানুষের অকল্যানের কথা থাকে সে ধর্ম কখনো ধর্ম হয় না। হয় একটা সন্ত্রাসবাদ। ভেবে দেখে বলুন সাহস থাকলে। মুক্তমনা বা ভিন্নমতের মতো নেট কাগজ চোখে খুব পরে না। চোখে পড়ে আল্লা কাগজ। আল্লা কখন হাঁছি দিল, কখন কাশলো তা নিয়েই লেখা।

ভালো কথা লিখুন। মানুষের মাঝে মানবতা বিলাতে পারেন মতো, গন সমাজে ঠাই পান মতো ও কিছু লিখুন। মানুষ জানবে শিখবে। স্বর্গের কথা বলে বেড়ান। কেউ কি কখনো স্বর্গে গিয়ে কি হয় দেখে এসেছেন? নাকি শোনা কথায় লাফালাফি করেন? এই লাফালাফি বাদ দিয়ে মানুষের, সমাজের উপকার হয় মতো কিছু লিখুন ভালো কাজ গুলো করুন সত্য কে গ্রহন করুন মিথ্যা ও বিদ্বেষ পূর্ণ কাজ কারবার ছাড়ুন। দেখবেন স্বর্গ যদি থেকে থাকে তো ও খানে যেতে পারবেন। এই ভাবে আল্লা কলহ করে শুধু শুধু ঘাম ঝাড়াচ্ছেন কোন লাভ হবে না, কোন সুবিধা করে পরে উঠবেন না আমাদের সাথে। মনে রাখবেন আমরা ৬০০ কোটি মানুষ মানবতার কথা বলি। মানুষ মারার কথা বলি না ধর্মের মধ্যে। মুসলমান বলবো নাকি মুসলমান বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না। কারন অনেক। এছালাম নিয়ে জোশ দেখাবেন, কিন্তু এছালামে যে মারাত্মক গাঁজাখুরি আছে তা সংশোধন করুন আগে, তারপর নেংটি খুলে লাফালাফি করুন। কেউ কিছু বলবে না। নয়তো আমরা এই ভাবেই অপমান অ সম্মান করে যাবো প্রতিদিন। কারন ভুল, মানুষের ক্ষতি করা নিয়ে গর্ব করবেন তা তো হতে দেবো না। যেমনটি এখন শুরু হয়েছে, একটা ক্ষতি করবেন আর অপর দিকে আপনাদেরকে দল ধরে পেটাবে, পেটাচ্ছে। আমাদের সাথে মিশতে শিখুন, আপনাদের ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।

কয়দিন আগে কুদ্দুস দার পাঠানো একটা লেখা দেখি। লেখাটা কে জানি লিখেছেন নামটা মনে করতে পারছি না এই মুহুর্তে। কিছু লিখতে চাইলে পড়তে হয় অনেক। কথাটা সত্য। বানানো নয়। যার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার সেই বিষয়ে না লেখাই ভালো। ইসলাম ধর্মে যেমন ওহাবি ছিন্নি সিয়া নামে বিভক্ত দল আছে কিন্তু মূল লক্ষ্য আল্লা। হিন্দু ধর্মে ও তেমন, কেউ রাম, হনুমান, কৃষ্ণ, শিব ও আরো অনেকের ভক্ত কিন্তু মূল লক্ষ্য ইশ্বর। খৃষ্টান ধর্মে ও একি অবস্থা। আমার জানা মতে তাদের ও ৬টা পাট। মূল লক্ষ্য যিসাস খ্রাইষ্ট। তেমন বৌদ্ধ ধর্মে ও আছে অনেক মতবাদ, বিশ্বাস। এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচলায় যাবো না। কারো জানার আগ্রহ থাকলে আমাকে জানাবেন। আমি এই বিষয়ে লিখে জানাবো। তো মূল বিষয় বস্তুটাই আমি বলি এখানে। বৌদ্ধ ধর্মে হিনায়ানা, মহায়ানা, বোনিজম, টাওইজম, কনফুসিয়ানিজম নামের বিভিন্ন মতবাদ আছে। সবারই মূল লক্ষ্য বুদ্ধ। এক এক মতবাদের এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর লক্ষ্য ও গবেষণা। বৌদ্ধ ধর্মে আরো একটি নতুন মতবাদ দেখবেন, তার নাম 'ওন' বুডিজম। এই মতবাদের জন্ম মাত্র ২১১ বছর। তার মানে আমরা যারা পুরানো মতবাদকে শ্রদ্ধা করি তারা এই নতুন মতবাদ কে শ্রদ্ধা করি না তা নয়। আমরা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা করি সব মতবাদকে। আর তাই আমাদের মাঝে কাটাকাটি মারামারি নাই। বৌদ্ধ ধর্মে এক একজন একেক বিষয়ে গবেষণা করেছেন, একেকটি মতবাদ হয়েছে, তার মানে তো এই নয় যে, আমরা লক্ষ্য বিহীন হচ্ছি। যেই মতবাদই অনুকরণ করুক না কেন, আপনি কোন ধর্মের লোক জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, সব মতবাদের লোকেরাই বলবে আমি বৌদ্ধ। সবার লক্ষ্যই তো বুদ্ধ, সারাংশে শুধু বুদ্ধ মতবাদ।

“যতই পড়িবে ততই শিখিবে” কথাটায় কোন ভুল নাই। কেউ অন্য কারো ধর্ম বিষয়ে পড়লে জাত যায় না। যদি কারো জাত যায় তো তার দরকার তার নিজের ধর্ম বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত শিক্ষা অবলম্বন করা। এতে আর যাই হোক মুর্খ না থেকে অনেক কিছু শিখা যায়, জানা যায়।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে থাকুক ।

(সময়মতো আবারো কিছু গল্প নিয়ে হাজির হবো)

সবাইকে ধন্যবাদ।

১৯/০৮/২০০৩